চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ২৫.০১.২১

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

প্রস্তুতি সভায় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন
চট্টগ্রাম অমর একুশে বইমেলা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে জিমনেশিয়াম চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আয়োজনে এবং চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের ব্যবস্থাপনায় পহেলা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬ তারিখ পর্যন্ত নগরীর এম এ আজিজ স্টেডিয়ামস্থ জিমনেশিয়াম চত্বরে বই মেলা অনুষ্ঠিত হবে। মঙ্গলবার বিকালে নগর ভবনের সম্মেলন কক্ষে প্রকাশক, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবেন্দের সমন্বয়ে বইমলার প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়।চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও বইমেলা কমিটির আহবায়ক শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র ও বইমেলা কমিটি প্রধান উপদেষ্টা ডা. শাহাদাত হোসেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা কিসিঞ্জার চাকমা, প্রধান প্রকৌশলী আবুল কাশেম, শিক্ষা কর্মকর্তা রাশেদা আক্তার, চট্টগ্রাম সৃজনশীল প্রকাশক পরিষদের সভাপতি ও বইমেলা কমিটির সদস্য সচিব মো. সাহাব উদ্দীন হাসান বাবু, সাধারণ সম্পাদক আলী প্রয়াস, সমাজ কলাণ কর্মকর্তা মামুনুর রশীদ। অন্যান্য লেখক প্রকাশক ও সাহিত্য-সংস্কৃতি কর্মীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা মহিউদ্দিন শাহ্ আলম নিপু, লেখক সাংবাদিক ওমর কায়সার, নাজিমুদ্দীন শ্যামল, মিজানুর রহমান শামীম, ড. সৌরভ শাখাওয়াত, মুহাম্মদ নুরুল আবসার, ফারজানা রহমান শিমু, ফাহমিদা রহমান, শারুদ নিজাম, মিনহাজুল ইসলাম মামুন, আলোক মাহমুদ, অধ্যাপক রুহ রাহুল, সুব্রত কান্তি চৌধুরী, আরিফ রায়হান, কামরুন নাহার লিজা, আবু নাছের মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, মিশফাক রাসেল, আলমগীর শিপন, এম হোসাইন, ফরিদ বঙ্গবাসী, হাসান মুকুলসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে সিটি মেয়র বলেন, এবারের অমর একুশে বইমেলা হবে সার্বজনীন। পাঠক, লেখক, প্রকাশকসহ সর্বস্তরের পেশাজীবী ও জনসাধারণের অংশগ্রহণে বইমেলা মুখরিত রাখার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মানুষের প্রকৃত বন্ধু হলো বই। বইয়ের আলোয় আলোকিত হবে আমাদের নতুন প্রজন্ম।

মহল মার্কেটের সম্মুখে ময়লার সেকেন্ডারি স্টেশন শেডের উদ্বোধন করেন মেয়র

নগরীর আন্দরকিল্লা ওয়ার্ডস্থ লালদিঘি পাড় মহল মার্কেটের সম্মুখে ময়লার সেকেন্ডারি স্টেশনের নবনির্মিত শেড উদ্বোধন করেন সিটি মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন। এসময় মেয়র বলেন, ওয়ার্ডের বিভিন্ন জায়গা ও অলিগলির ময়লা সংগ্রহ করে খোলা জায়গায় রাখা হতো এবং এ ময়লা-আর্বজন গুলো পথচারীদের চলাচলে ব্যাঘাত সৃস্টি করতো ও দুগন্ধ ছড়াতো। এই এসটিএস নির্মাণের ফলে এখন আর ময়লা আর্বজনার কারণে পথচারীদের চলাচলে কোন সমস্যা হবে না এবং দুর্গন্ধ ছড়াবেনা। তিনি বলেন, এ শহর আমার আপনার সবার। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গ্রীন সিটি, ক্লিন সিটি, হেলদি সিটি উপহার দিতে সকলের সহযোগিতা চাই। এসময় উপস্থিত ছিলেন সিটি কর্পোরেশনের উপ-প্রধান পরিছন্ন কর্মকর্তা প্রণব শর্মা, মোঃ হাসান, মো. রাশেদ সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

পূর্ব বাকলিয়ায় ফ্রী চিকিৎসা ক্যাম্পে উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মেয়র : শাহাদাত হোসেন
বর্ষার আগে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানে বড় পরিসরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হবে

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেছেন, আমি মেয়র হিসেবে নয়, একজন নগরসেবক হিসেবে চট্টগ্রামকে একটি আধুনিক পর্যটন নগরীতে পরিণত করার জন্য কাজ করছি। নগরীর খাল ও ড্রেন পরিষ্কার করার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। আগামী বর্ষার আগে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানে বড় পরিসরে পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু হবে। আমরা মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে বিশেষ স্প্রে কার্যক্রম চালু করেছি। পাশাপাশি জনগণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নিচ্ছি, যাতে কেউ রাস্তা, খাল বিলে প্লাস্টিক বা আবর্জনা দিয়ে নষ্ট না করে।

তিনি মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারী) বিকেলে পূর্ব বাকলিয়া চেয়ারম্যান ঘাটাস্থ সুজার মা'র মসজিদ প্রাঙ্গণে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের ৮৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ছাবেদুল হক মেম্বার স্মৃতি সংসদের ফ্রি চিকিৎসা সেবা ক্যাম্পের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে

এসব কথা বলেন। ছাবেদুল হক মেম্বার স্মৃতি সংসদের সভাপতি আজিজুল হক মাসুমের সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সদস্য আব্বাস আলী এবং মাহবুব সিদ্দিকীর পরিচালনায় এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর।

ফ্রি চিকিৎসা সেবা ক্যাম্পে ড্যাবের ডাক্তাররা বিপুল সংখ্যক রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা এই সেবা গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। স্বেচ্ছাসেবীরা ক্যাম্পে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করেন। মেয়র ও অতিথিরা সংগঠনের সদস্য, চিকিৎসক এবং স্বেচ্ছাসেবকদের এই মহৎ আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, এই ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।এসময় ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চিকিৎসা সেবা একটি মহৎ পেশা। আজকের ফ্রি চিকিৎসা সেবা ক্যাম্পে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে ড্যাবের ডাক্তাররা, তাদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এটি সাধারণ মানুষের প্রতি আমাদেও দায়িত্ববোধের একটি উদাহরণ। ভবিষ্যতে এই ধরনের সেবামূলক কার্যক্রম আরও বিস্তৃত করা হবে।তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সততা, দেশপ্রেম, এবং আদর্শ আমাদের জন্য একটি অনুপ্রেরণার উৎস। তিনি দেশের জন্য যে অবদান রেখে গেছেন, তা আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। তার হাত ধরেই বাংলাদেশে কৃষি, শিল্প, গার্মেন্টস, এবং মানবসম্পদ উন্নয়নে ভিত্তি স্থাপিত হয়। আমরা যদি তার আদর্শ মেনে চলি, তাহলে একদিন বাংলাদেশ একটি দুর্নীতিমুক্ত এবং উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে।

তিনি এলাকাবাসীর আন্দোলন ও সংগ্রামে অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই এলাকার মানুষ বিভিন্ন সময়ে অত্যাচার, মামলা হামলা, এবং নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তারা কখনো আন্দোলনের মাঠ থেকে পিছপা হননি। তাদের সাহসিকতা ও ত্যাগ আমাদের জন্য শিক্ষণীয়। জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা এগিয়ে যাব। তাই আমাদের সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে। একসঙ্গে কাজ করলে চট্টগ্রামকে আমরা আধুনিক শহরে পরিণত করতে পারব। এটি শুধু আমার স্বপ্ন নয়, আমাদের সবার স্বপ্ন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে আবুল হাশেম বক্কর বলেন, দেশের মঙ্গল যারা চায়নি তারাই জিয়াউর রহমানকে চট্টগ্রামের সার্কিট হাউজে নির্মমভাবে খুন করেছে। জিয়ার জীবনের শুরুই এ চট্টগ্রামে, শেষও এ চট্টগ্রামে। তিনি বলতেন স্লোগানে মুক্তি আসবে না। আমাদের উৎপাদনমূখী হতে হবে। কর্মমূখী হতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষের হাতে কাজ পৌঁছে দিতে হবে।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য অধ্যাপক নুরুল আলম রাজু, গাজী মো. সিরাজ উল্লাহ, বিএনপি নেতা শাহজাহান সিরাজ, আবদুল্লাহ আল ছগির, মো. ইলিয়াছ, রৌসাংগীর আমিন, কামরুল ইসলাম। ফ্রী চিকিৎসা সেবা প্রদান করেন ডা. ইলহাম ইমাম, ডা. শাহেদ ইকবাল হাসান, ডা. এস এম রিয়াসাদ শাহাবুদ্দীন, ডা. জোনায়েদ রায়হান, ডা. সাদ্দাম হোসেন, ডা. মেহেদী হাসান, ডা. আছরার উদ্দিন ফয়েজ, ডা. চিন্ময় বড়ুয়া, ডা. শিশির, ডা. ইরফানুর রহমান জিসান, বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের সাজ্জাদ হোসেন খান, মো. আলমগীর, আবদুল সাত্তার, খলিলুর রহমান টিপু, নুরুল আবসার টিপু, নেজাম উদ্দিন, মো. সায়মন, ইমরান হোসেন, মো. রুবেল, মো. একরাম প্রমুখ।

চট্টগ্রাম বিজিএমইএ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত

বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেছে চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন এন্ড টেকনোলজি (সিবিইউএফটি)। এই উপলক্ষে মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) সিবিইউএফটি ক্যাম্পাসে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, আলোচনা সভা ও অভিভাবকদের সাথে বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। সিবিইউএফটি'র ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. ওবায়দুল করিমের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় অবস্থিত বিইউএফটি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও বিজিএমইএ'র প্রাক্তন সভাপতি ফারুক হাসান, চট্টগ্রাম বিজিএমইএ বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ও বিজিএমইএ'র প্রাক্তন প্রথম সহ-সভাপতি নাসির উদ্দিন চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন সিবিইউএফটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য মোহাম্মদ আবদুস সালাম, এসএম আবু তৈয়ব, হেলাল উদ্দিন চৌধুরী, ফরহাদ আব্বাস, মোহাম্মদ ফেরদৌস, এমডিএম মহিউদ্দীন চৌধুরী, বিজিএমইএ'র প্রাক্তন প্রথম সহ- সভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রাক্তন সহ-সভাপতি রাকিবুল আলম চৌধুরী, সিবিইউএফটি'র ট্রেজারার প্রফেসর প্রদীপ চক্রবর্তী, বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাবৃন্দ। দেশের পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পের বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে বিজিএমইএ'র উদ্যোগে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রথম প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিবিইউএফটি।অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "দেশের পোশাক ও টেক্সটাইল শিল্পের উন্নয়নে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (সিবিইউএফটি) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের জন্য একটি বিশাল সম্পদ। প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যেই এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী চিন্তা বিকাশে ভূমিকা রাখছে।তিনি আরও বলেন, "শিক্ষা একটি জাতির উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। প্রযুক্তি-নির্ভর শিক্ষার মাধ্যমে সিবিইউএফটি আমাদের শিল্পখাতকে আরও সমৃদ্ধ করবে এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করবে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা এই ধরনের উদ্যোগে সবসময় সমর্থন জানাই এবং ভবিষ্যতেও সিবিইউএফটি'র যেকোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পাশে থাকার অঙ্গীকার করছি।"

মেয়র তার বক্তব্যে সিবিইউএফটি'র শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, "দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আজকের এই আয়োজন আমাদের প্রমাণ করে যে, সিবিইউএফটি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রযুক্তি ও শিল্পশিক্ষায় একটি উল্লেখযোগ্য অবস্থান তৈরি করবে। আমি আশা করি, এই বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে।"

চসিক ভ্রাম্যমান আদালত

ফুটপাত দখল ও জনজীবন বিপন্ন কারার অপরাধে ২ ব্যবসায়ীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা

চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের উদ্যোগে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা মঙ্গলবার নগরীর পাহাড়তলী থানাধীন ওয়ারলেস মোড়ে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানকালে দোকানে নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগ ব্যবহার ও ফুটপাতের উপর মালামাল রেখে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অপরাধে হারুন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরকে ১০ হাজার টাকা এবং রসুইঘর রেস্টুরেন্ট এন্ড বিরিয়ানি হাউসকে গ্যাস সিলিন্ডার ফুটপাতের উপর ঝুঁকিপূর্ণভাবে রেখে ও অস্বাস্থ্যকর নোংরা পরিবেশে খাদ্যপণ্য প্রস্তুত এবং বিক্রি করে সেবাগ্রহীতার জীবন বিপন্নকারার অপরাধে ২০ হাজার টাকাসহ মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানকালে প্রায় ২০ কেজি পলিথিন শপিং ব্যাগ জব্দ করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮